87

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB. 8 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দেশে ইসলামী শিক্ষার ওপর চরম আঘাত নেমে এসেছে

মাদ্রাসা বন্ধের দাবী বাংলাদেশে তো নয়ই ভারতেও কারো তোলার সাহস হয়নি

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কবি শামসুর রাহমান হত্যা চেষ্টার অজুহাত তুলে সরকারের সমর্থনপুষ্ট বুদ্ধিজীবী মহল, ইসলামবিদ্বেষী ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপুষ্ট এনজিও গোষ্ঠী দেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দেয়ার দাবী তুলেছে। এসব মহলের উদ্যোগে প্রতিদিনই মিটিং-মিছিল হচ্ছে। কথিত শামসুর রাহমান ঘটনার সাথে তারা টেনে এনেছে আফগান তালেবানদের, সউদী নাগরিক উসামা বিন লাদেনকে এবং লিবিয়াসহ আরব দেশগুলোকেও। বলা হচ্ছে, মাদ্রাসা ছাত্ররা আফগানিস্তানের তালেবান স্টাইলে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের অনেকেই আফগানিস্তান থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে ইতিমধ্যেই ১৫ হাজার মাদ্রাসা ছাত্রকে সশস্ত্র তালেবানী ট্রেনিং দিয়েছে। ধনাঢ্য উসামা বিন লাদেনের অর্থে মাদ্রাসাগুলো, বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। লাদেনের টাকায় তারা সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এছাড়া এই মাদ্রাসাগুলো তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ আনছে লিবিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো থেকে। এছাড়া তারা সাহায্য পাচ্ছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই থেকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন সংগঠনের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে জড়িত থাকার অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন নাগরিক এবং পাকিস্তানের একজন নাগরিককে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে।

এসব কল্পিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিলকে তাল বানিয়েছে সরকারী সমর্থনপুষ্ট সংবাদপত্রগুলো এবং ইসলামবিদ্বেষী ভারতঘেঁষা বুদ্ধিজীবী মহল। তারা দেশে একটা ঝড় তোলার উপক্রম করেছে।

৫-এর পাতায় দেখুন

মাদ্রাসা বন্ধের দাবী বাংলাদেশে তো নয়ই ভারতেও কারো তোলার সাহস হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাদের দাবী হচ্ছে- মৌলবাদী তালেবান তৈরীর কারখানা ঐ মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে।

শত শত বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রসার লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা যখন তাদের উপনিবেশ কায়েম করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ভারত উপমহাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, ইসলামী তাহজিব-তমুদ্দুনের পরিবর্তে পশ্চিমের বেহায়াপনার সভ্যতার প্রবর্তন করে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবী ও ফারসী ভাষাকে বিতাড়িত করে রাতারাতি ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের মাধ্যমে উপমহাদেশের গোটা মুসলিম সমাজকেই পঙ্গু বানিয়ে ছাড়ে, তখন সেই পরিস্থিতিতে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। নাসারা বৃটিশদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত দখলের সাথে সাথে এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও তাহজিব-তমুদ্দুনকে ধ্বংস করে দিয়ে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার ঘটানো। এ লক্ষ্য নিয়েই বৃটিশ শাসন কায়েম হওয়ার সাথে সাথে এদেশে আসর গেঁড়ে বসতে শুরু করে খৃষ্টান মিশনারীরা। শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, এমনকি জীবনবাজি রেখে সে সময়ের আলেমগণ দ্বীনি শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জেহাদ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে যখন দেশ সয়লাব হয়ে যায়, তখনও দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাকে তারা টিকিয়ে রাখেন। পার্থিব হাজারো পশ্চিমা প্রলোভনের প্রতি আমল না দিয়ে তারা ধরে রেখেছেন মাদ্রাসা শিক্ষাকে। তা না হলে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের ধর্মীয় চেতনা, ঈমান, আকিদার ক্ষেত্রে একটা ধস নেমে আসতো। আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষার প্রসারের বিপরীতে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমেই আজো টিকে আছে। সারা দেশে দ্বীনি খেদমত আজো এই মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমানে যেভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে- তাতে যুগোপযোগী সংযোজন সংশোধন করা যায় কি-না। অবশ্যই বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। এজন্য আলেম সমাজকে নিয়ে বসতে হবে। উপায় বের করতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে। কোন ব্যক্তি যদি মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িতও হয়ে থাকে, অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টাও করে থাকে। এর সাথে যদি একাধিক ব্যক্তিও জড়িত থাকে, সেই অভিযোগ তুলে সকল দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করতে হবে-

এমন চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী এদেশের কোন স্বৈরাচার আমলেও উত্থাপিত হয়নি। এমন দাবী অবশ্য উত্থাপিত হয়েছিল এই আওয়ামী লীগেরই '৭৫ পূর্ব সরকার আমলেও। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই তথাকথিত কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল। এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতে যেখানে মুসলিম সমাজকে বিভিন্নভাবে জর্জরিত করে তোলা হচ্ছে, দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে সেখানেও দেওবন্দসহ হাজার হাজার মাদ্রাসা চালু রয়েছে। চরম মুসলিম বিদ্বেষী বিজেপি সরকারও মাদ্রাসা বন্ধ করার কথা উচ্চারণ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি। অবশ্য এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ভারত যে কাজটি নিজ দেশে করতে পারবে না বা করবে না, সেটি তারা বাংলাদেশে করতে চায়, - বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে দিয়ে। ভারতে সমাজতন্ত্র নেই,

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের নীতিকে ফলাও করে প্রচার করে। ভারতে মাদ্রাসা বন্ধের কথা তারা কখনো বলবে না, বাংলাদেশে তা বন্ধের যুক্তি দেখায়। আফগানিস্তানের তালেবান এবং ওসামা বিন লাদেন প্রসঙ্গটি ভারতই প্রথম টেনে আনে। আফগানিস্তানে ভারতের কূটনীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লী সরকার তালেবান বিরোধী শক্তিগুলোকে সকল প্রকার সাহায্য দিয়েও তালেবানদের ঠেকাতে পারেনি। ভারত অভিযোগ তুলেছে, কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগান তালিবানরা কাশ্মীরে এসে সেখানকার মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করছে। আরো উল্লেখ্যযোগ্য যে, সউদী ধনাঢ্য নাগরিক ওসামা বিন লাদেন এখন এই আফগান তালেবানদের মেহমানদারীতে আফগানিস্তানেই রয়েছেন। ওসামা বিন লাদেন আমেরিকারও শত্রু এবং টার্গেট।

তাকে খুন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত আমেরিকার কৃপা আদায়ের একটা সুযোগ করে নিতে চায়। ভারত মার্কিন সরকারকে জানায় যে, বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত কিছু তালেবান ভারতের কলিকাতায় মার্কিন মিশনে এবং ভারতে অবস্থিত অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনে হামলা করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে দিল্লীতে পুলিশ একজন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করে এ মর্মে তার কাছ থেকে বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করেছে যে কলিকাতা ও মাদ্রাজে মার্কিন মিশনে এ ধরনের হামলা করার পরিকল্পনা তাদের ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ

স্বীকারোক্তি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দলকে দিল্লী পাঠায়। ঐ বিশেষজ্ঞ দল ঐ স্বীকারোক্তি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় যে, তার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। ওসামা বিন লাদেনের সাথে তার কোন পরিচয়ই নেই, এমনকি কোন সম্পর্কও নেই- এ মর্মে নিউইর্য়ক টাইমস-এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্র প্রচারণা চালিয়েই যাচ্ছে যে, ঐ দিল্লীতে আটক বাংলাদেশী নাগরিকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে ভারতভিত্তিক একটি তালেবান সংগঠনের সাথে। আর এরাই আক্রমণ চালিয়েছে কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা করার জন্য। বাংলাদেশের তালেবানদের সাথে রয়েছে ভারতীয় তালেবানদের যোগাযোগ। এ ধরনের কোন যোগাযোগ থাকার কথা মার্কিন গোয়েন্দারা অস্বীকার করেছেন। খবর প্রকাশিত হয়েছে এই মর্মে যে, বাংলাদেশ এবং ভারত এখন তালেবান প্রশ্নকে জিইয়ে রাখতে পারে, সেই চেষ্টায়ই এখন চলছে।

বাংলাদেশে তালেবান ফোবিয়াকে জিইয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের সরকারী বুদ্ধিজীবীরা এবং এনজিও গোষ্ঠী তালেবানদের নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য নানা পরিকল্পনার ফানুস বুনতে শুরু করেছে। তারা ধুয়া তুলেছে যে, ওসামা বিন লাদেন এ তালেবানদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো পরিচালনা করছেন। এ মাদ্রাসাগুলোর তহবিল আসে লাদেনের কাছে। বলা দরকার যে, যেসব মাদ্রাসার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর কোন কোনটির বয়স শত বছরেরও বেশী। আর লাদেনের পরিচিতি ও প্রচারণা মাত্র কিছু দিন থেকে। এসব অসার প্রচারণা পুরোপুরি ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে যে, লাদেনের সম্পদ ও অর্থের একটি বিরাট অংশ- বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আটক রাখা হয়েছে। এত অর্থ কোথায় লাদেনের? ঐ সূত্রে বলা হয়, মুসলিম দেশগুলোর বা অন্য কোন দেশের মুসলিম সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কিছু মাদ্রাসা এতিমখানার জন্য কিছু টাকা আসে। এ ধরনের পুরো অর্থই ব্যয় হয় কল্যাণধর্মী কাজে। সরকারী দলের কোন কোন নেতার পৃষ্ঠপোষকতায়ও এতিমখানা মাদ্রাসা রয়েছে। সেগুলোতেও এ অর্থ যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের যে দুই ব্যক্তিকে পুলিশ তালেবান বলে আটক করেছে- জানা গেছে, তারা এ ধরনেরই মুসলিম সংগঠনের কর্মী।